105

তারিখ ... 26 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ১ .....

দৈনিক সংবাদ

শিক্ষক প্রাণিবিদ্যার পরীক্ষক ইংরেজির

॥ সালাম জুবায়ের ॥

তিনি আসলে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ের শিক্ষক কিন্তু পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন ইংরেজি বিষয়ের। ভুল পরিচয় দিয়ে তিনি এই নিযুক্তি পেয়েছেন এবং ৪শ' উত্তরপত্র

পরীক্ষক ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

পরীক্ষক ঃ ইংরেজির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা করে ফেলার পর বিষয়টি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের গোচরে আসে। সাথে সাথে পরীক্ষক হিসেবে ঐ শিক্ষকের নিযুক্তি বাতিল করে তাকে দেয়া উত্তরপত্রগুলো ফিরিয়ে নেয়া হয়। এখন তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকা বোর্ডের এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকদের মধ্যে বিতরণের ক্ষেত্রে। আর ভুল পরিচয় দিয়ে পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মাহমুদুল হক।

এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রতিটি উত্তরপত্র পরীক্ষার জন্য পরীক্ষক সম্মানী পান ১২ টাকা। পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য বোর্ডের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। কলেজে যে শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিযুক্ত আছেন সেই শিক্ষক সেই বিষয়েই পরীক্ষক হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন।

প্রভাষক মাহমুদুল হক শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিষয়ের শিক্ষক। কিন্তু তিনি আবেদনপত্রে সেই কলেজে ইংরেজি বিষয় পড়ান বলে উল্লেখ করেছেন। তার এই বক্তব্য সমর্থন করে কলেজের অধ্যক্ষও আবেদনপত্রসত্যায়িতকরেছেন।

এই আবেদনপত্র পেয়ে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তাকে (মাহমুদুল হককে) ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষক নিয়োগ করেন। তাকে ৮০০ উত্তরপত্র দেয়া হয়। কয়েকদিনে তিনি প্রায় ৪০০ উত্তরপত্র পরীক্ষা করে প্রধান পরীক্ষকের কাছে জমা দিয়ে দেন।

এই সময় শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজের ইংরেজি শিক্ষক, যিনি পরীক্ষক হওয়ার জন্য আবেদন করে নিয়োগ পাননি, তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। এরপরই বোর্ডের পরীক্ষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের টনক নড়ে। তাকে বোর্ড অফিসে ডেকে পাঠানো এবং তাকে দেয়া সমস্ত উত্তরপত্র বোর্ডে ফেরত দিতে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি সময়মতো উত্তরপত্র ফেরত দিতে ব্যর্থ হন। পরে গত ৩রা জুলাই ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল লতিফ এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মকর্তা মোঃ ফয়েজউদ্দিন ঢাকা থেকে গাজীপুর গিয়ে প্রভাষক মাহমুদুল হকের বাসা খুঁজে বের করে সেখান থেকে সমস্ত উত্তরপত্র উদ্ধার করে নিয়েআসেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল লতিফ এই প্রতিনিধিকে জানান, প্রভাষক মাহমুদুল হক এবং শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কলেজ পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখা হচ্ছে।